দামুড়হুদায় জোরপূর্বক কৃষকের পাকা ধান কেটে নেওয়ার অভিযোগ

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলায় জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের জেরে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে জোরপূর্বক পাকা ধান কেটে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। শনিবার (২৫ এপ্রিল) সকালে উপজেলার গোবিন্দহুদা গ্রামের আইড়মারি বিল এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, গোবিন্দহুদা গ্রামের মৃত মওলা বক্সের ছেলে মাসুম বিল্লাহ ওরফে মন্টুর সঙ্গে একই গ্রামের মৃত বরকত আলী মণ্ডলের ছেলে নুরুল হকের দীর্ঘদিন ধরে জমিজমা নিয়ে বিরোধ চলছে। এর জের ধরে প্রায় সাত মাস আগে উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। ওই ঘটনায় মন্টুর চাচাতো ভাই জয়নুর (৫০) নিহত হন এবং খাজা আহমেদ (৫৫) ও জাহির (৪৫) গুরুতর আহত হয়ে বর্তমানে পঙ্গুত্ব বরণ করেছেন বলে জানা গেছে।

ভুক্তভোগী মাসুম বিল্লাহ মন্টু দাবি করেন, তিনি ওয়ারিশ সূত্রে পাওয়া জমিতে গত দুই বছর ধরে চাষাবাদ করে আসছেন। শনিবার সকালে তিনি খবর পান, নুরুল হক ও তার সহযোগীরা দেশীয় ধারালো অস্ত্র নিয়ে তার প্রায় দুই বিঘা জমির পাকা ধান কেটে নিয়ে যাচ্ছেন। পূর্বের ঘটনার কারণে নিরাপত্তাহীনতায় তিনি ঘটনাস্থলে যেতে পারেননি।

তিনি আরও জানান, তাৎক্ষণিকভাবে জাতীয় জরুরি সেবা নম্বর ৯৯৯-এ ফোন করা হলেও পুলিশ পৌঁছানোর আগেই অভিযুক্তরা ধান কেটে নিয়ে চলে যায়। এর আগেও তার জমি থেকে ভুট্টা ও গম কেটে নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে বলে তিনি দাবি করেন।
এ ঘটনায় থানায় লিখিত অভিযোগ দেওয়ার প্রস্তুতি চলছে বলেও জানান তিনি।

এ বিষয়ে নুরুল হকের সঙ্গে মোবাইল ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তার ফোন বন্ধ পাওয়া যায়।

দামুড়হুদা মডেল থানার ওসি (তদন্ত) সুলতান মাহমুদ বলেন, এখনো কোনো লিখিত অভিযোগ পাওয়া যায়নি। অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

স্থানীয়দের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে এ নিয়ে এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে দ্রুত প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন তারা।

দর্শনার বড় বলদিয়া গ্রামে আদালতের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা জোরপূর্বক পাঁকা ঘর নির্মাণের অভিযোগ

দর্শনা বড় বলদিয়া গ্রামে আদালতের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা জোরপূর্বক পাঁকা ঘর নির্মাণের অভিযোগ উঠেছে। গতকাল স্বরেজমিনে গিয়ে উভয় পক্ষের সাথে কথা বলে জানা যায়, একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বড়বলদিয়া গ্রামের ফকির মিস্ত্রী ছেলে আবুল হাসেম জানান, বড়বলদিয়া গ্রামের মাঝপাড়ার মৃত কিতাব আলীর স্ত্রী রাহাতন খাতুনের কাছ থেকে একটা দলিলে ৩৫ শতক আর একটা দলিলে ১০ শতক আর একটা দলিলে ১০৫৩ দাগে আমার শশুর ১২ শতক জমি ক্রয় করে।

দাউদ ও নুরুল হক ঐ ১০৫৩ দাগে ২১ শতক জমি ক্রয় করে। দাউদ ও নুর হকের নামে ভুলক্রমে করে ১০৫৩ দাগে রের্কড হয় ৪৯ শতক। এর মধ্যে আমার শশুরের কাছে ১৯৭৪ সালে ১২ শতক জমি বিক্রী করে। এরপর তার জমি থাকে ৯শতক। সেই ৯শতক দাউদের এখনো নিজের দখলে আছে। থাকার পর রের্কডে বেশী জমিটুকু ঐ বেশী রের্কডটুকু মৃত কিতাব আলীর ছেলে জামাল উদ্দিন ও আব্দুল বলে আমাদের জমি। কিন্তু তার জামাল ও আব্দুলের মা ঐ জমি অনেক আগেই ঐ জমি বিক্রী করে দিয়েছে। তার মার নামে রের্কড হয়নি। জামাল ও আব্দুল দাউদকে বলে ঐ ভুল রের্কডের বেশি জমিটুকু আমাদের কাছে বিক্রী করে দাও। তখন রের্কড বিহীন জমি দাউদ ঐ ভুল রের্কডের জমি জামালের নিকট বিক্রী করে দেয়। তারা বলে জামাল ও আব্দুল বেশী ভুল রের্কডের ঐ জমি ৫ আগষ্টের পর ৯ তারিখে আমার ২৪শতক জমি জোরপূর্বক দখল করে নেয়। আমি বাঁধা দিতে গেলে আমাকে মারধর করে হুমকি-ধামকি দিয়ে দখল ঘরবাড়ি নিমার্ন করছে। এটা

দলিয়ভাবে দখল করেছে। ঐ জমি আমার ৩ ফুফু শাশুড়ী আছে তাদের ওয়ারেশ সুত্রে তাদের অংশ আছে। মোট ৭৪ শতক জমি আমাদের। ঐ ৭৪ শতকের মধ্যে এ জমির মধ্যে ২৪ শতক জমি নিয়ে দখল করে করে ঘরবাড়ি করছে। আমরা আদালতে মামলা করি। যার মামলা নং ১৯৩৮।

এ মামলায় ওরা আমাদের বিরুদ্ধে ১০টা মামল করে। সে মামলা গুলোই আমাদের পক্ষে রায় হয়। এরপর ওরা এ জমির উপর ইনজাংশন জারি করে। সেটা্ও আমাদের পক্ষে রায় হয়। এরপরও এ জমির উপর আদালতের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এরপরও জোরপূর্বক ঐ জমিতে ঘরবাড়ি নির্মাণ করার চেষ্টা করে।

এ বিষয়ে জামাল ও আব্দুল বলেন, বর্তমান আমাদের জমি হচ্ছে সাড়ে ১০ বিঘা জমি আমারা ৫বিঘা জমি নিয়ে লড়ছি। ১৫ কাঠ জমি তো এ দাগে। আরো বাদবাকি দাগেতো আমরা যায়নি। ১২ শতক জমি ওর কেনা আছে। আমি ছেড়ে দিয়েছি। আমার মা যে ওদের কাছে জমি বিক্রী সে কাগজে আমার মার কোন টিপসই নেই। লেখাপড়া জানলেও আপনার বুড়ো আঙ্গুলে ছাপ নেই। আসল কাগজ দেখাতে পারছে না। আজ ৫/৭ বছরের মধ্যে তারা কাগজ দেখাতে পারেনি। আমার মা ২ বিঘা জমি বিক্রী করেছে। এ জমির কাগজপত্র সব আমাদের আছে। জোর করে তো সবকিছু হয়না।

দর্শনায় নাইট গার্ডকে রাতে বেঁধে রেখে জমির ফলন্ত কলাগাছসহ ভেকু দিয়ে জোরপূর্বক মাটি কেটে ভাটায় বিক্রি

দর্শনায় নাইট গার্ডকে রাতে বেঁধে রেখে জমির ফলন্ত কলাগাছসহ ভেকু দিয়ে জোরপূর্বক মাটি কেটে ভাটায় বিক্রি করছে বলে জমির মালিক নাস্তিপুর গ্রামের গোলাম রহমানের ছেলে আরিফুল ইসলাম অভিযোগ করেছে।

গত বৃহস্পতিবার রাত ১১টার দিকে নাইট গার্ড ইছাহক আলী (৭৫) জানান,

আমি নাস্তিপুর গ্রামের গোলাম রহমানের ছেলে আরিফুল ইসলাম এর কলাবাগান ঠেকায়।এ সময় ৭/৮জন লোক এসে আমাকে ডেকে নিয়ে কলাবাগানের জমির পাশে বাঁশ গাছের সাথে আমার মাপলার দিয়ে বেঁধে ভেকু দিয়ে মাটিকাটা শুরু করে।

রাত ১টা ৫মিনিটে আমাকে ছেড়ে দেয়। এরপর ভোর ৫টা পর্যন্ত ভেকু দিয়ে কলাবাগান তছরুপ করে ৫কাঠা জমির মাটি কেটে নিয়ে যায়। এসময় আমার প্রেসার বেড়ে গেছে তাদের জানালে তারা মদের বোতল থেকে আমার মাথায় পানি দেয়। এরপরও আমাকে ছাড়েনি। আমি তাদের চিনতে পারিনি।

এসময় বাঁশ বাগানের পাশের গলিতে শুকুরো বাঘের ছেলে জুয়েল দাঁড়িয়ে ছিলো আমাকে দেখছিল। ট্রাক্টর ড্রাইভার কায়েশকে চিনতে পেরেছি। সে ওদুদশাহর ভাটায় ট্রাক্টর চালাতো। আমাকে বেঁধে রেখে ৫/৬ জন পাশে মদ খাচ্ছিল আর কিছু লোক মাটি কাটছিলো।

সকালে জমির মালিককে জানালে, তারা ঘটনার তদন্ত করে জয়রামপুর হেডভাটায় ঐ মাটি নিয়ে বিক্রী করা হয়েছে বলে জানান, সাবেক পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়নের চঞ্চল মেম্বরের ভাই আরিফুল ইসলাম। কলাবাগান ও মাটি বিক্রী করার মালিক পক্ষের ক্ষয়ক্ষতি প্রায় লক্ষাধিক টাকা। এ বিষয়ে মামলার প্রক্রীয়া চলছে বলে জানান, জমির মালিক আরিফুল ইসলাম।

দর্শনা সীমান্তে ১৪ ভারতীয় নাগরিকের বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ

একই পরিবারের নারী-পুরুষ, বৃদ্ধা ও শিশুসহ মোট ১৪ জন ভারতীয় নাগরিককে বাংলাদেশী আখ্যা দিয়ে ভারতীয় বিএসএফ জোরপূর্বক বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করিয়েছে বলে অভিযোগ করছে ভুক্তভোগীরা। গতকাল শুক্রবার সকালের দিকে দর্শনা সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ করে তারা।

জানা গেছে, অবৈধভাবে অনুপ্রবেশকারীরা ভারতের উরিষ্যা প্রদেশের জগেশ্বরপুরের বাসিন্দা। তারা মুসলিম পরিবারের হওয়ার কারণে

তাদেরকে জোরপূর্বক বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেন ভারতীয় এই নাগরিরা।

তবে শুক্রবার সকালে বাংলাদেশর চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা সীমান্তে প্রবেশের পর আশে পাশে বিভিন্ন স্থানে ঘোরাফেরা করে পরে দর্শনা বাসস্ট্যান্ডে অবস্থান নিলে স্হানীয়রা তাদের কথা শুনে সাময়িক ভাবে খোলা স্থানে তাবু করে থাকার ব্যবস্থা করেন এবং খাবার ও শীতের বস্ত্র দিয়ে সহযোগিতা করেন। পরে বিষয়টি সন্ধ্যার পর জানাজানি হলে স্থানীয় সাংবাদিকরা ঘটনা স্থলে পৌঁছে তথ্য নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশ করেন। এরপর প্রশাসনের পক্ষ থেকে পুলিশ, বিজিবি ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং অনুপ্রবেশকারী ১৪ জন ভারতীয় নাগরিকের তাদের নিজ দেশে ফেরত পাঠাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন।

ভুক্তভোগীরা বলেন, আমরা জন্মসূত্রে ভারতের উরিষ্যা প্রদেশের জগশ্বরপুরের বাসিন্দা। কিন্তু আমার বাবা ছোট বেলায় আমার দাদার সাথে ভারতে চলে আসে। এরপর তিনি ভারতেই বড় হয়েছেন এবং আমাদের জন্মস্থান ভারতেই, আমরা ভারতীয় নাগরিক, আমাদের আধার কার্ড, রেশন কার্ড আছে কিন্তু ভারতীয় পুলিশ জোরপূর্বক সেগুলো কেড়ে নিয়েছে। আমরা সকলেই মুসলিম মোট ১৪ জন সদস্য একই পরিবারের পুরুষ ৫ জন, মহিলা ৫ জন, বাচ্চা ৪ জন।

ভারতীয় ১৪ জন নাগরিক হলো, ভারতের উরিষ্যা প্রদেশের জগশ্বরপুরের একই পরিবারের বাসিন্দা মৃত খাদিম খা’র মেয়ে গুলশান বিবি (৯০), মৃত শেখ হারুনের ছেলে শেখ জব্বার (৭০), মৃত শেখ হোসেনের মেয়ে আলকুম বিবি (৬৫), শেখ জব্বারের ছেলে শেখ উকিল (৪০), মৃত শফিক খানের মেয়ে সাবেরা বিবি (৩৫), শেখ উকিলের মেয়ে শাকিলা খাতুন (১১), শেখ জব্বারের ছেলে শেখ হাকিম (৪৫), মৃত শেখ ইসরাফিলের মেয়ে সামসেরি বিবি (৪০), শেখ জব্বারের ছেলে শেখ রাজা (৩০), মৃত শেখ আলিমের মেয়ে মেহেরুন বিবি (২৫), শেখ রাজার মেয়ে নাসরিন পারভিন
(১২) এবং দুই ছেলে শেখ তৌহিদ (১১) ও শেখ রহিদ (০২) এবং শেখ জব্বারের ছেলে শেখ বান্টি (২৮)।

আলমডাঙ্গায় জোরপূর্বক জমি দখলের অভিযোগ

আলমডাঙ্গায় জোরপূর্বক জমি দখলের অভিযোগ উঠেছে। গতকাল বজলুর রশিদ থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন। অভিযোগপত্র থেকে জানা যায়, আলমডাঙ্গা আসাননগর গ্রামের মৃত আওলাদ হোসেনের পুত্র বজলুর রশিদ থানায় অভিযোগ করেছেন যে, তার পিতার বৈধ সম্পত্তির উপর শতাধিক উর্দ্ধকাল যাবত তারা ৪ ভাই ও তিন বোন স্বত্ত্ব ভোগ দখল করে আসছে।

একক দখলভুক্ত জমির উপর বহু মূল্যবান মেহগনি গাছ, কাঠাল গাছ রোপন করিয়া তথায় বাগান তৈরী করিয়া রক্ষণাবেক্ষণে ও ফলাদি গ্রহনে-ভক্ষণে অভিযুক্তগণও সর্বসাধারনের জ্ঞাতসারে আমরা ভোগ দখলে করে আসছি। গত ২০ই জুন সকাল ১০.০০ টার সময় তপশীল বর্ণিত বাগানের জমি জবর দখলের উদ্যেশ্যে বেআইনী শক্তির মহড়া দেখিয়ে রামদা, কোদাল, কোড়াল, গাসুয়া ও লাঠিশোটা ইত্যাদি অস্ত্র সস্ত্রে সজ্জিত হয়ে অনধিকার প্রবেশ করিলে আমি আমার নিজস্ব লোকজনসহ প্রতিহত করার চেষ্টা করি। অবৈধ দখলদাররা হলেন, একই গ্রামের অহিদুল মন্ডলের ছেলে নাজিবুল ইসলাম, রফিকুল ইসলাম, এনামুল ইসলাম, শফিকুল ইসলাম, রবিউল ইসলাম, চাঁদ আলী ও সিরাজুল ইসলামের ছেলে জায়েদুল ইসলাম, সৌরত ইসলাম, এবং নাজিবুল ইসলামের ছেলে নান্নু।

এ বিষয়ে চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ আদালতে ৪৯৮/২০২৫ নং মামলা রুজু করেছে। আদালত তপশীল বর্ণিত জমিতে শান্তি-শৃংখলা রক্ষার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন এবং সহকারী কমিশনার (ভূমি) আলমডাঙ্গার উপর দখলী প্রতিবেদন দাখিলের আদেশ প্রদান করেন।

অতঃপর আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ সরেজমিনে উপস্থিত হয়ে সাময়িকভাবে অভিযুক্তগণকে তপশীল বর্ণিত জমিতে অনধিকার প্রবেশে বিরত থাকা নোটিশে অবগত করালেও অভিযুক্তগণ খানার নির্দেশ অমান্য করিয়া একর পর এক বসত বাড়ীর চারিপাশসহ তপশীল জমি জোর পূর্বক দখল করার জন্য অকথ্য তথা বিশ্রি ভাষায় গালি গালাজ, আমার জান মালের ক্ষতির সর্ব রকম প্রচেষ্টা চালায়। অভিযুক্তদের দ্বারা সার্বক্ষনিক অতংকিত ও ভীত সন্ত্রস্থ অবস্থায় থাকে বলিয়া তিনি অভিযোগ করেন।

এ বিষয়ে আলমডাঙ্গা থানাকে বারংবার বজলুর রশিদ ও তার বড় ভাই মোঃ

লিয়াকত আলী বলা সত্ত্বেও, অজ্ঞাত শক্তি ইশারায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনগত কোনো পদক্ষেপ গ্রহন করেন নাই। কিংবা আদালতের আদেশে পুলিশী হস্তক্ষেপ অবমাননার কারণে তাদের বিরুদ্ধে বিজ্ঞ অতিঃ ম্যাজিঃ আদালতে কিংবা জুডিশিয়াল আদালতে কোনো পদক্ষেপ গ্রহন করেন নাই। তপশীল জমির সহকারী কমিশনার ভূমির দখলী প্রতিবেদন তাদের অনুকুলে আছে বলে জানান। তিনি ও তার পরিবারবর্গ পুলিশী সার্বিক সহযোগীতা চেয়েছেন।

জোর পূর্বক জমি দখল করে নেওয়াই ভুক্তভোগীর সংবাদ সম্মেলন

৩৩ বছর দখলে থাকা জমি জোর পূর্বক দখল করেছেন প্রতিপক্ষ আব্দুল্লাহ ওরফে বাবু। ওই জমি ফেরতের দাবীতে রবিবার কোটচাঁদপুর উপজেলা প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করেছেন ভুক্তভোগী হাসান মোল্লা।

সংবাদ সম্মেলন হাসান মোল্লার পক্ষে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন, ভুক্তভোগীর ছোট ভাই আব্দুল বাশার। এ সময় উপস্থিত ছিলেন, ইউপি সদস্য অমেদুল ইসলাম, জমি বিক্রেতা আব্দুল কুদ্দুস, প্রতিবেশী আলমগীর বিশ্বাস, আব্দুর রশিদ ও রবিউল ইসলাম।

তিনি বলেন, গেল ৩৩ বছর হল আমেনা খাতুন ও আনোয়ারা খাতুনের কাছ থেকে ১৬৯ শতক জমির মধ্যে ৯৭৪, ৯৭৫, ১৬৬৭ দাগের ডাঙ্গা শ্রেণিভুক্ত ৮৮ (আটাশি) শতক জমির মধ্যে ৭১ (একাত্তর) শতক জমি ইং ১৭/১২/১৯৯১ তারিখে ২৯৫৯ নং দলিল মূলে ক্রয় করি। সে থেকে আমি ভোগ করে আসছি।

গেল ০৯-০১-২৫ তারিখে এলাকার কিছু ভাড়াটিয়া মানুষদের নিয়ে গিয়ে সে জমি দখল করেছেন। যার মধ্যে ছিলেন, আব্দুল্লাহ ওরফে বাবু, সাইফুল ইসলাম, আঃ ছাত্তার, আমির হোসেন।

তিনি আরো বলেন, তফসীল বর্ণিত জমি নিয়া বিবাদীরা ইতিপূর্বে কোটচাঁদপুর থানায় অভিযোগ করেন। ওই অভিযোগে পেক্ষিতে কোটচাঁদপুর থানা থেকে ঘটনাটি তদন্তে সরজমিনে যান। এরপর উভয় পক্ষের কাগজপত্র যাচাই অন্তে আমার জমির পরিমাণ ও ভোগ দখল সঠিক আছে বলে বিষয়টি নিষ্পত্তি করিয়া দেন। বিবাদীরা ওই মিমাংসা অমান্য করে জোর পূর্বক অবৈধভাব ভাড়াটি সন্ত্রাসিদের সহযোগিতায় দখল করে নিয়েছেন।

বলেছেন, এরপরও যদি ওই জমির পাশে যায়,তাহলে তারা আমার ও আমার পরিবারের মানুষদেরকে মেরে ফেলবে। বর্তমানে আমি ও আমার পরিবার তাদের ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত অবস্তায় দিন যাপন করছি। এ ব্যাপারে তিনি সুষ্ট তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তাব্যক্তিদের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন। সাথে সাথে ওই জমি ফেরত পেতে সহায়তা ও অবৈধ দখলদারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহনের দাবিও জানিয়েছেন তিনি।

বিষয়টি নিয়ে আব্দুল্লাহ ওরফে বাবু বলেন, ওইটা আমার মায়ের জমি। ওয়ারিশ সুত্রে আমি পেয়েছি। আমি কারোর জমি দখল করি নাই। তারাই জমি দখল করে নিয়েছেন। তারা আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করেছেন, সেটা মিথ্যা।